Vol. IV, Issue-I, 2024 **ISSN:2584-0126**

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

বৌদ্ধ অধিবিদ্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের গুরুত্ব—বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ এবং ধর্মকীর্তির মধ্যে তুলনাত্মক বিচার

রিয়া ভট্টাচার্য্য

Abstract

যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কোন বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ করাই ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য। সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ভারতীয় দর্শনে যে পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় তা হল প্রমাণ পদ্ধতি। প্রমাণের সংখ্যা নিয়ে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ থাকলেও সকল দর্শন সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষকে জ্যেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার করে থাকে, যদিও প্রত্যক্ষের স্বরূপ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন মতপোষণ করেন। এমনকি একই দর্শন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন দার্শনিক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতপোষণ করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা বৌদ্ধ মতের অনুসরণে প্রত্যক্ষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করব এবং বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত মত আলোচনার মাধ্যমে এদের মতের মধ্যে কোন সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে কিনা তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব। তদনুসারে তিনটি অংশে বিভাজিত এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়ক মতবাদের স্বরূপ নির্ণয়ে বিধৃত। আর দ্বিতীয় অংশটিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে তিনজন বৌদ্ধ দার্শনিকের মতের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। উল্লিখিত তিনজন দার্শনিক হলেন যথাক্রমে বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ এবং ধর্মকীর্তি। তৃতীয় অংশ আমাদের সিদ্ধান্তানুগ পর্যবেক্ষণ। আলোচনায় যথাস্থানে আকর গ্রন্থগুলি উল্লিখিত হয়েছে।

বীজশব্দ: প্রত্যক্ষ প্রমাণ, স্বলক্ষণ, কল্পনা, কল্পনাপোঢ়ম্, অভ্রান্তম্, প্রমাণব্যবস্থা, প্রত্যক্ষাভাস